দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 MAY 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় জুলাই মাসে চালু হইবে

শাহজাহান সরদার ।। *দুইটি বিষয় লইয়া দেশের প্রথম উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস আগামী ১৬ই জুলাই শুরু হইবে। গাজীপুরের সাবেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে স্থাপিত হইবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থ সহায়তায় এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হইবে ১৯৯৬ সালে। ১৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার কাজ সমাপ্ত হইলে ১৪টি বিষয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা হইবে। এসএসসি হইতে পিএইচডি ডিগ্রী পর্যন্ত পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকিবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানের জন্য আগামী ১৬ই জুলাই হইতেই টেলিভিশনে প্রতিদিন অর্ধঘণ্টা সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ টিভি'র দ্বিতীয় চ্যানেল চালু অথবা প্রতিদিন অন্ততঃ একঘণ্টা বরাদ্দের প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। ভবিষ্যতে সময় বৃদ্ধির আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত নহে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা থাকিবে না।* *(২য় পৃঃ দ্রঃ)*

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃঃ পর)

রেডিও-টেলিভিশনে পাঠক্রম প্রদান এবং ডাকযোগে ছাপানো কাগজ-পত্র, পাঠক্রম পাঠাইয়া দেওয়া হইবে ছাত্রদের কাছে। ছাত্ররা ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিবে। সামান্য ভর্তি ফি দিয়াই ছাত্র হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়া যাইবে।

চলতি বৎসরের ৩০শে মার্চ মন্ত্রিসভার বৈঠকে দেশে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর করা হইয়াছে ডঃ শমশের আলীকে। সরকার প্রধান চ্যান্সেলর। "উন্নয়ন, কর্ম-সংস্থান ও প্রয়োজনমুখী" শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে স্থাপিত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ১৬ই জুলাই চালু হইবে বিএড এবং ভাষা শিক্ষা বিষয় দিয়া। ইহার পর পর্যায়ক্রমে এসএসসি, এইচএসসি, নার্সিং, ইলেকট্রিক, প্রকৌশল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া, সাধারণ শিক্ষা এবং পিএইচডি গ্রহণেরও ব্যবস্থা থাকিবে। ভাইসচ্যান্সেলর ডঃ শমশের আলী ইত্তেফাককে বলেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হইবে 'জীবনের জন্য শিক্ষা'। তিনি জানান, বাংলাদেশ দূর শিক্ষা ইনষ্টিটিউটকে (বাইড) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে একীভূত করা হইয়াছে। আগামী ১লা শ্রাবণ হইতে দুইটি বিষয়ে পাঠক্রম শুরুর জন্য বাইডের ষ্টুডিও ব্যবহার করা হইবে। প্রকল্পের কাজ ১৯৯৬ সালে শেষ হইলে বিশ্ববিদ্যালয়টি হইবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। তখন বড় ষ্টুডিও হইতে সব বিষয়ের পাঠক্রম রেকর্ড ও প্রচার করা যাইবে। উন্মুক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০টি আঞ্চলিক কেন্দ্র থাকিবে। আর থাকিবে ৮১টি ষ্টাডি সেন্টার। আঞ্চলিক কেন্দ্র-গুলিতে ছাত্রদের ভর্তি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করা হইবে। ষ্টাডি সেন্টারগুলিতে পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে। এইসব স্থানে সিলেবাস, প্রশ্নপত্রসহ সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। ছাত্ররা আসিয়া পড়াশুনা করিতে পারিবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ছাপানো এবং রেকর্ড করা থাকিবে। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক্রম রেকর্ড করানো হইবে। এই রেকর্ড টিভি-রেডিওতে প্রচার এবং ষ্টাডি সেন্টারগুলিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু বৃটেন হইতে। ভারত এবং পাকিস্তানেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। থাইল্যাণ্ডে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করিতেছে। বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি সংকট এবং অভিভাবকদের আর্থিক অনটনের কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক হইবে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে।